Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ১৫ ডিসেম্বর , ২০১৫

৩৮ বর্ষ ৪৮ সংখ্যা ১৪ ডিসেম্বর,২০১৫, সোমবার,২৭ অগ্রহায়ণ,১৪২২

বি পি এম ও-র ডাকে জাঠা মিছিলে ব্যাপক মানুষের সাড়া বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১৩ ডিসেম্বর : বর্ধমান শহরের শেষ প্রান্তে সদরঘাটের কাছে তেলিপুকুর মোড় থেকে বি পি এম ও-র ডাকে এক জাঠা মিছিলে ব্যাপক সাড়া মিলল। এই মিছিল বেড় মোড় হয়ে জগৎবেড় কালাচাঁদতলা, নীলপুর হয়ে সর্বমিলন সংঘের মাঠে এসে শেষ হয়। তৃণমূলের সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে কাতারে কাতারে সর্বস্তরের মানুষ, বিশেষ করে মহিলারা বেরিয়ে এসে দৃপ্ত ভঙ্গিতে জাঠা মিছিলে যোগ দেন। মিছিলের অগ্রভাগে ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আইনুল হক, কালিশঙ্কর পাল, অপূর্ব চ্যাটার্জী, তাপস সরকার, গণেশ চৌধুরী, গৌরী ব্যানার্জী সহ বিভিন্ন গণ-সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

পূর্বস্থলীতে সম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে কনভেনশনে মালিনী ভট্টাচার্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ৯ ডিসেম্বর : গণতন্ত্র, সংবিধান রক্ষার লড়াই শুরু হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে সমাজের সব অংশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বলেন মহিলা নেত্রী মালিনী ভট্টাচার্য।

আজ সি পি আই(এম)-এর পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির উদ্যোগে জাহান্নগর কুমার নন্দ উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে এক কনভেনশন হয়। সেইখানে একথা বলেন তিনি। সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা মনোরঞ্জন নাথ। উপস্থিত ছিলেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং মহিলা নেত্রী অঞ্জু কর, সি পি আই(এম) পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক সুব্রত ভাওয়াল। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা প্রদীপ সাহা, সাফাউৎ হোসেন, প্রবীর মজুমদার, বাসন্তী কুরি ও সাহাদুল খান।

প্রধান বক্তা হিসাবে মালিনী ভট্টাচার্য বলেন, চারিদিকে হানাহানি, জাত-ধর্মের নামে মানুষকে ভাগ করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে। সংবিধানে প্রত্যেকের ধর্মপালনের অধিকার রয়েছে। আজ তা আগ্রাসী চেহারা নিয়েছে। ধর্মের নামে জাতির নামে সাম্প্রদায়ের নামে মানুষের মধ্যে বিভেদ তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিদিন মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। তাদের জীবনের সমস্যার কথা শুনতে হবে। বাঁচার পথ দেখাতে হবে। এ কাজ অত্যন্ত কঠিন, তবুও বামপন্থী ও কমিউনিস্টদের সে কর্তব্য পালন করতে হবে। গরিব মানুষের ভিতর কোনোভাবে বিভেদের বীজ বপণ করতে না পারে তাও দেখতে হবে। ব্যাপক মানুষকে আন্দোলন ও সংগ্রামে সামিল সামিল করতে হবে।

কনভেনশন থেকে ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

গণশক্তির তহবিলে অর্থদান সুজিত চন্দ-র

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১০ ডিসেম্বর : মেমারির রসুলপুর বৈদ্যডাঙার বাসিন্দা প্রাক্তন ফুটবলার সুজিত চন্দ ভারতের কমিউনিস্ট (মার্কসবাদী)-র মুখপত্র গণশক্তি তহবিলে সাত হাজার টাকা দান করলেন। সুজিত চন্দ্র সাত হাজার টাকার চেক সি পি আই(এম) নেতা সনৎ ব্যানার্জীর হাতে তুলে দেন। একটি জনসভা মঞ্চে এই চেক প্রদান করা হল। জনসভাতে বক্তা ছিলেন জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক এবং প্রাক্তন সাংসদ সাইদুল হক। সভা পরিচালনা করেন সি পি আই(এম) মেমারি জোনাল সম্পাদক অভিজিৎ কোঙার। উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়াণ নেত্রী মহারানি কোঙার, সঞ্জয় গুঁই, চিন্তা কোঙার প্রমুখ। সুজিতবাবু শিক্ষকতা করতেন।

প্রাথমিক ছাত্র-ছাত্রীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১২ ডিসেম্বর : বর্ধমান জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের ছাত্র-ছাত্রীদের ৩৫ তম জেলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কাটোয়া ভারতী উচ্চ বিদ্যালয় ক্রীড়াঙ্গনে সম্পন্ন হয়। সারা জেলা থেকে তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী অঞ্চল, সার্কেল এবং মহকুমা পর্যায়ে সফল হয়ে এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। সব বিভাগ থেকে ২৮ জন প্রথম হওয়া প্রতিযোগী ১৯-২২ ডিসেম্বর যুবভারতীতে রাজ্য ক্রীড়ায় অংশ নেবে।

পার্কস্ট্রিট কাণ্ডে মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি উঠলো কালনার দৃপ্ত মিছিলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ ডিসেম্বর : পার্কস্ট্রিট কাণ্ডের মূল পাণ্ডাদের গ্রেপ্তারের দাবি উঠলো আজ কালনার দৃপ্ত মিছিলে। এদিন মিছিল শুরু হয় মধুপুর বাজার থেকে। সিমলন, খালিশপুর প্রভৃতি গ্রাম ছুঁয়ে মিছিল শেষ হয় বুলবুলিতলা বাজারে। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন সি পি আই(এম) নেতা সুকুল শিকদার, বীরেন ঘোষ, সুশীল সিংহ প্রমুখ।

প্রচুর মানুষজনকে নিয়ে মিছিল শুরু হয়। মিছিল যত এগিয়েছে মানুষের সংখ্যাও তত বেড়েছে। বুলবুলিতলা বাজারে মিছিল শেষ হয়। মিছিল থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা, গণতন্ত্র রক্ষা, ধানের ন্যায্য মূল্য প্রদান সহ বিভিন্ন দাবি ওঠে। মিছিল থেকে ব্রিগেড সমাবেশকে সফল করার আহ্বানও জানানো হয়।

মহিলা-নির্যাতনের প্রতিবাদে এস পি-র কাছে অভিযোগ মহিলা সমিতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ ডিসেম্বর : বর্ধমান জেলায় একের পর এক মহিলাদের ওপর নির্যাতন, ধর্ষণ বেড়ে চলা সত্ত্বেও প্রশাসন কার্যত ঠুঁটো জগন্নাথ হয়েই রয়েছে। বেশ কিছু ঘটনায় অপরাধীরা ধরা পড়ছে না। ধরা পড়লেও শাস্তি হচ্ছে না। এমন কি বেকসুর খালাস পেয়ে যাচ্ছে অপরাধীরা। মহিলাদের ওপর ধারাবাহিক এই নির্যাতনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির বর্ধমান জেলা কমিটির পক্ষ থেকে জেলার পুলিশ সুপারের কাছে নির্দিষ্ট ঘটনার কেস নম্বর দিয়ে অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এদিনের লিখিত অভিযোগে বলা হয়েছে, কাটোয়ায় ধর্ষকের শুধুমাত্র পুলিশ রিপোর্টের ঘাটতিতে বেকসুর খালাস হয়ে গেল। অবিলম্বে সঠিকভাবে পুলিশকে রিপোর্ট দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। সম্প্রতি সি পি আই(এম)-এর জাঠা মিছিলে জামুরিয়ার সি পি আই(এম) বিধায়ক জাহানারা খান সহ অন্যান্যরা শাসকদলের হাতে আক্রান্ত হয়েছেন। এই ঘটনায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ অপরাধীদের এখনও কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। রানিগঞ্জ সি পি আই(এম)-র নেত্রী কৃষ্ণা দাশগুপ্তের ওপর হামলার ঘটনায় এখনও অপরাধীদের শাস্তি হয়নি। কেতুগ্রাম থানার সাইনা বেগম, অসমিরা বেগম, আউসগ্রামের সাহেবডাঙা ধর্ষণকাণ্ড এবং বিল্বগ্রামের আল্পনা মাঝির ওপর হামলার ঘটনা, কাটোয়া থানার মালা মাঝির ওপর হামলা, মন্তেশ্বর থানার কুসুম গ্রামের শাহানারা বেগমের ওপর বলাৎকারের ঘটনাতে অপরাধীরা গ্রেপ্তার হয়নি। ভাতার থানার নাসিগ্রাম ও ধান্দলসা গ্রামের ঘটনায় আজও কারও শাস্তি হয়নি। নবাবহাটেও স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় অপরাধীরা পুলিশের মদতে ছাড়া পেয়ে গেছে। কার্যত এই সমস্ত ঘটনায় পুলিশ ঠুটো জগন্নাথ হয়েই বসে রয়েছে।

এদিন প্রতিনিধি দলে ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর, মহিলা নেত্রী সাধনা মল্লিক, ভারতী ঘোষাল, গৌরী ব্যানার্জী, মণিমালা দাস প্রমুখ। এদিন পুলিশ সুপারকে স্মারকলিপি দিয়ে বেরিয়ে এসে অঞ্জু কর জানিয়েছেন, যদি পুলিশ এই কেসগুলিতে নির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ না নেয় তাহলে জেলা জুড়েই শাসকদল ও পুলিশি জুলুমের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

রানিগঞ্জ পুরসভাকে আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত করার প্রতিবাদ

সাংবাদিক সম্মেলনে বংশগোপাল চৌধুরী ও অন্যান্য বাম নেতৃত্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ১০ ডিসেম্বর : দু'মাস হল রানিগঞ্জ পুরসভা আসানসোল কর্পোরেশনের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই যুক্ত হওয়ার দিন যত বেড়েছে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ তত বেড়েছে। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন বংশগোপাল চৌধুরী। তিনি বলেন, দু'মাস অতিক্রান্ত হলেও তৃণমূল-কংগ্রেস এখনো পর্যন্ত নিয়মমাফিক রানিগঞ্জের বোরো চেয়ারম্যান নিযুক্ত করতে পারেনি। স্বাভাবিক ভাবেই রানিগঞ্জের উন্নয়ন সহ বিভিন্ন কাজ বর্তমানে স্তব্ধ। ট্রেড লাইসেন্স বা পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না। শহরের সর্বত্র জঞ্জাল জমে স্তূপ হয়ে রয়েছে। তিনি আরো বলেন, তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মঙ্গলপুরে.

অত্যাধুনিক হেত্তজার বায়োটিক কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে। পূর্বে জঞ্জাল পরিশোধন করার ক্ষেত্রে এই কারখানাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। এ ডি ডি এ-এর পক্ষ থেকে এটি খোলার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। জুটমিলের মতো এই কারখানার যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন, এমনকি কিছুদিন আগে এই কারখানায় অগ্নিসংযোগের ঘটনাও ঘটেছে। শহরে জঞ্জাল পরিষ্কার না হওয়ায় চারদিকে দূষণ বাড়ায় ডেঙ্গু-ম্যালেরিয়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া ট্রাফিক সমস্যা রানিগঞ্জের প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সিয়ারশোল রাজবাড়ি মোড় থেকে রানিগঞ্জ স্টেশন হাফ কিলোমিটার যেতে গাড়িতে সময় লাগে প্রায় এক ঘন্টা। স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী সহ মহিলাদের রাস্তায় হেঁটে যাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, কিছু সিভিক ভলেনটিয়ার্স রাস্তা চলাচলে সহযোগিতা করলেও তা যথেষ্ট নয়। প্রশাসন এ বিষয়ে নিশ্চুপ। ৪৬ বছরের পুরনো রানিগঞ্জ পুরসভাকে যেভাবে মানুষের মতামতকে আগ্রহ্য করে আসানসোল কর্পোরেশনের এ্যাডেড এরিয়া করা হলো তাতে মানুষের দুর্ভোগ যে বাড়বে তা আমরা বলেছিলাম। তিনি বলেন, বর্তমানের মেয়র নিজের দলের কাছ থেকে সহযোগিতা পাচ্ছেন না। ওদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার হতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত বাম কাউন্সিলর আরজ জালিস ও নারান বাউরী বলেন, আমরা বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে মেয়রকে লিখিত ও মৌখিকভাবে জানালেও কোনো কাজ হচ্ছে না। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কাগজে সই করার জন্য রানিগঞ্জ বোরো অফিসে এলেও চেয়ারম্যান না থাকায় তারা সই করাতে পারছে না। সাধারণ মানুষও ছাত্র-ছাত্রীরা হয়রানির শিকার হচ্ছেন। আরজ জালিস বলেন, তাঁর ওয়ার্ডে একটি অংশের জলের পাইপ নষ্ট হয়ে যাওয়াও কয়েকশো পরিবার পানীয় জল পাচ্ছে না। বোরো চেয়ারম্যান না থাকায় এবং জিনিসপত্র না পাওয়ায় মিস্ত্রীরা কাজ করতে পারছে না। বংশগোপাল চৌধুরী বলেন, দুর্ভোগ থেকে রানিগঞ্জ শহরকে বাঁচাতে হলে অবিলম্বে সমস্ত অংশের মানুষকে পথে নামতে হবে। খুব দ্রুত আমরা সমস্ত অংশের মানুষকে নিয়ে আন্দোলনে নামবো। প্রয়োজনে আসানসোল কর্পোরেশনের মেয়রকে ডেপুটেশন দেওয়া হবে। এই সাংবাদিক সম্মেলনে কাউন্সিলর মহিম খান ও সুচেতা পাল উপস্থিত ছিলেন।

নতুন চিঠি

১৪ ডিসেম্বর, ২০১৫

ত্রিপুরার শিক্ষা

কিছুদিন আগেই কেরলের পুর ও পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে। এবার ত্রিপুরায় পুরনির্বাচনে বামফ্রন্ট অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করলো। অন্য দলগুলি কার্যত পা রাখবার জায়গা পায়নি। স্বভাবতই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট ও বামপন্থী জনগণ আশাবাদী হয়ে উঠেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সি পি আই(এম)-এর সম্পাদক সূর্যকান্ত মিশ্র জনসভায় বলেছেন, এবার আর তৃণমূল ক্ষমতায় আসতে পারবে না।

আশার যথেষ্ট কারণ থাকলেও সে আশাকে কার্যকর রূপ দেওয়া কঠিন কাজ। কেরলে পাঁচ বছর অন্তর সরকার পরিবর্তনের একটা সাধারণ ধারা আছে। কিন্তু রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে কার্যকর নীতি ও কৌশলের মাধ্যমেই এই জয় সম্ভব।

অন্যদিকে ত্রিপুরাই এখন একমাত্র রাজ্য যেখানে বামফ্রন্ট ক্ষমতাসীন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার ও বামপন্থী নেতাদের সুযোগ্য পরিচালনায় এ রাজ্যে বামশক্তি এখানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ। সরকার ও বামপন্থীদের, বিশেষত সি পি আই(এম)-এর ভাবমূর্তি যথেষ্ট উজ্জ্বল। সেখানকার জনজাতিদের সমস্যাগুলিকে সমাধানের সার্থকতা এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা জনগণের আস্থা অর্জন করেছে।

এখন পশ্চিমবঙ্গে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সামনে একটি ফ্যাসিবাদী সরকারের বিরুদ্ধে যে লড়াই তা নানা দিক দিয়েই অত্যন্ত কঠিন। তবে জনগণকে জাগ্রত করতে পারলে কোনো ফ্যাসিবাদী সরকারই টেকেনি, তৃণমূল সরকারের দুর্বৃত্ত শাসনও টিকবে না। জনগণকে জাগ্রত করার সেই উদ্যোগের সার্থকতাই বামফ্রন্টের লক্ষ্য অর্জনের মৌল শর্ত।

অনিবার্য কারণবশত এবার ‘এক ডজন প্রশ্ন’ প্রকাশ করতে না পারায় আমরা দুঃখিত

—সম্পাদক।

দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে

সলিল ভট্টাচার্য

মৃত্যুর পরে অবশেষে সুজেট জর্ডন বিচার পেলেন। এখন তিনি সমাহিত। কোনও কথাই শুনতে পাচ্ছেন না। কোনও ঘটনাই দেখতে পাচ্ছেন না। এই অসমসাহসিনী সুজেট তাঁর নারীত্বের চরম অবমাননার পরে মুখ লুকিয়ে থাকেন নি। যেসব রিরংসা-জর্জর দানবেরা তাঁকে চরম লাঞ্ছনা করেছিল, তাদের তিনি চিনতে পেরেছিলেন। পার্ক-স্ট্রিটের নৈশ-ক্লাব-পানশালা থেকে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবার নাম করে চলন্ত গাড়ির মধ্যে তাঁর ওপর জবরদস্তি অত্যাচার করা হয়। ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারির ৫ তারিখ রাতে এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর উৎপীড়করা তাঁকে রাস্তার ওপর ফেলে দিয়ে চলে যায়।

সুজেট থেমে যান নি। থানায় গিয়ে পুলিশ-কর্তাদের কাছে তাঁর নিগ্রহের কথা জানালেন। কিন্তু তাঁকে শুনতে হল কদর্য ভাষায় বিচিত্র সংলাপ। শেষ পর্যন্ত ফেব্রুয়ারির ৮ তারিখে তাঁর অভিযোগ নথিভুক্ত হয়।

কিন্তু যিনি এই রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করলেন যে এটা সম্পূর্ণ সাজানো ঘটনা। মহাভারতের কীচকের মতো এই রাজ্যে যারা যে-কোনও বয়সের মানবীর ওপর চরম অত্যাচার করেও পুলিশ-প্রশাসন এবং শাসক দলের ছত্রছায়ায় নিরাপত্তা পাচ্ছে, তাদের দমন করবে কে? অতি সম্প্রতি শাসকদলের স্নেহধন্য দু'জন কবি গৌড়বঙ্গ আর কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.লিট্ পেয়েছেন। তাঁদের কলম থেকে এই সব অত্যাচারীর বিরুদ্ধে কোনও ঘৃণা, কোনও ক্রোধের অথবা অভিশাপের ভাষা বর্ষিত হয়নি। ভূষণমালায় সুসজ্জিত, বিত্তকৌলীন্যে ঝলমল করা এইসব সুশীলপ্রবর কোনও দিন লিখবেন না নজরুলের মতো সেই সব অগ্নিবর্ষী পংক্তিমালা—‘দুর্যোধনের পদলেহী ওরা/দুঃশাসনের কেনা।’ তবুও গোয়েন্দা প্রধান দময়ন্তী সেন বললেন—‘ধর্ষণের প্রমাণ মিলেছে’। ‘এতদূর আস্পর্ধা। দাও বদলি করে অনেক কম দায়িত্বের পদে।’—তাঁর ইচ্ছাই তো শেষ কথা। তাঁর দলের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার মহোদয়া আর একটু এগিয়ে বললেন—সুজেট আসলে তার খদ্দেরের সঙ্গে দরদস্তুর করেছিল। সেটা নিয়েই ঝামেলা।

ইত্যবসরে মূল দু'জন অভিযুক্ত, প্রশাসনের একাংশের সহায়তা এবং শাসক দলের আশীর্বাদ সম্ভবত পেয়েছিল। তাই দেশের বাইরে অনায়াসেই চলে গেল পুলিশ-প্রশাসন-বিচার ব্যবস্থাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। বিচার চলতে থাকল। ৩ জন অভিযুক্তকে নিয়েই এই বিচারের রায়ের কথা সুজেট শুনতে পেলেন না। তার আগেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে সুজেট চিরকালের জন্য ঘুমিয়ে পড়লেন। যতদিন বেঁচে ছিলেন, সুজেট থেমে থাকেন নি। কামদুনির প্রতিবাদী মিছিলে তিনি মুখর হয়েছেন। গোটা রাজ্য জুড়ে যে বীভৎস নারী-নির্যাতন চলছে, তার বিরুদ্ধে মানবী সুজেট ছিলেন অক্লান্ত যোদ্ধা।

সুজেট বেঁচে থাকলে জানতেন যে কাটোয়ার লাঞ্ছিতা মানবীর বিচার প্রহসনে পর্যবসিত। কারণ টি.আই. প্যারেডে সনাক্ত করা সত্ত্বেও পুলিশ কোনও নথিপত্র হাজির করে নি। আর উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূব থেকে পশ্চিম অসংখ্য নারীর লাঞ্ছনা, নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকে ধামাচাপা দেবার কী প্রাণান্তকর প্রয়াস! জননীর গর্ভের লজ্জা কুলাঙ্গারেরা দাপটের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পুলিশ নাকি তাদের দেখতেই পাচ্ছে না। কাকদ্বীপ থেকে কামদুনি কিংবা বর্ধমানের নবাবহাট থেকে ধূপগুড়ি—নারী লাঞ্ছনা আর হত্যালীলার যন্ত্রণায় ছটফট করছে। আর প্রয়াত সুজেটের ৩ জন উৎপীড়কের শাস্তি বিধান করার আগে সরকারি আইনজীবী বললেন—মহামান্য বিচারক যেন এদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে যাবজ্জীবন-শাস্তি না দেন। সুজেট, আপনি বেঁচে থাকলে স্তম্ভিত হয়ে দেখতেন যে একজন সরকারি আইনজীবী কেমন অনায়াসেই না উৎপীড়কদের শাস্তির মেয়াদ কমানোর জন্য ফোঁপড়-দালালি করছেন। দশ বছর সশ্রম কারাবাস, এক লক্ষ টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ছ'মাস অতিরিক্ত কারাবাস। আবার উচ্চ-আদালতে এই বিচারের বিরুদ্ধে যাওয়ার ফন্দি-ফিকিরও খোঁজা হচ্ছে। বিচারের রায় শুনে এই রাজ্যের যিনি সর্বময় কর্ত্রী, তিনি মন্তব্য করলেন—‘ভালোই হয়েছে’। তাঁর মুখনিসৃত সাজানো ঘটনার তত্ত্ব থেকে একশো আশি ডিগ্রি সরে গিয়ে এই যে অবস্থান, জানি না সেখানে বিবেকের দংশন কতটুকু আছে!

তবু বলি, রবীন্দ্রপ্রেমী হে মহোদয়া, আর একবার তাঁর লেখা ‘আফ্রিকা’ কবিতাটি পড়ুন। ফ্যাসিস্টদের আক্রমণে ছিন্নভিন্না বিমর্দিতা আবিসিনিয়ার ঘটনায় বিচলিত কবি ‘আফ্রিকা’তে এক মানবী-সত্তার ওপর যেন সভ্যনামিক পশ্চিমী দস্যুদের লাঞ্ছনার কথাই উপলব্ধি করেই লিখলেন—

‘এসো যুগান্তের কবি,
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ওই মানহারা মানবীর দ্বারে।
বলো—‘ক্ষমা করো।’
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে সেই হোক
তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।’

এই দঃসময়ে,ওই মানহারা মানবীর সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে মাননীয়া সর্বাধিনায়িকা সানুচরপরিবৃতা হয়ে কি উচ্চারণ করবেন—‘ক্ষমা করো’? যে হিংস্র প্রলাপের উচ্চকিত নিনাদে শুভ চেতনার বার্তাকে প্রতিনিয়ত স্তব্ধ করা হচ্ছে, সেখানে সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী কি সুজেট, আপনি শুনতে পাচ্ছেন?

ফাঁসির মুখে জামাত নেতা, শঙ্কিত গোয়েন্দামহল

প্রসেনজিৎ চৌধুরী

অভিযোগ গণহত্যায় প্রত্যক্ষ মদত। সেই অভিযোগে ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম সহযোগী বাংলাদেশের প্রাক্তন কৃষিমন্ত্রী মতিউর রহমান নিজামীর মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখবে কি সে দেশের সুপ্রিম কোর্ট? এই প্রশ্ন ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপে ফুটছে বাংলাদেশ। আগামী ৬ জানুয়ারি কুখ্যাত এই জামাত ইসলামি নেতার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত রায় দেবে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের শীর্ষ আদালত। বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মাহবুবে আলমের ইঙ্গিত—গণহত্যা ও ধর্ষণের মূর্তিমান যমদূতের ফাঁসি বহাল রাখতে চলেছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিন্‌হা। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাবনায় ৪০০ নিরীহ মানুষকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে নিজামীর বিরুদ্ধে। স্বাভাবিকভাবে তাঁর মতো শীর্ষ যুদ্ধাপরাধীর বিচার ঘিরে ওপার বাংলার রাজনৈতিক মহল প্রবল আলোড়িত।

কে এই নিজামী?

মতিউর রহমান নিজামী—স্বাধীনতা প্রিয়, ধর্মনিরপেক্ষ ওপারবাংলার জনগণের কাছে বিভীষিকার আর এক নাম। ১৯৭১ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় স্বাধীনতার আবেগে ফুটছিল পূর্ব পাকিস্তান। পাবনা তার অন্যতম কেন্দ্র। অভিযোগ, পাকিস্তানি সেনাদের মদত দিতে তৎকালীন কট্টর ইসলামি ছাত্রনেতা মতিউর রহমান নিজামীর প্রত্যক্ষ মদতে পাক সেনা ও আলবদরের মত সহযোগী সংগঠন গণহত্যার একের পর এক নজির তৈরি করে। ৪০০ জনকে নির্বিচারে খুন ও ৪০ জনকে ধর্ষণের ঘটনায় শিউরে গিয়েছিল দুনিয়া। ১৯৭১-এর যুদ্ধে একবারে শেষ পর্বে বৃহত্তর বাঙালি জাতিকে মরণকামড় দিতে পাকবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবী নিধনপর্ব শুরু করে। ৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত অস্ত্রসমর্পণের ঠিক আগে সংগঠিত এই গণহত্যার প্রক্রিয়ার লক্ষ্য ছিল স্বাধীন বাংলাদেশ যাতে মননশীলতার ক্ষেত্রে আর ঘুরে দাঁড়াতে না পারে। রক্তাক্ত এই অধ্যায়ের অন্যতম হোতা নিজামী। পরে ২০০১ সালে বাংলাদেশে বি এন পি-জামাত ইসলামি জোট সরকার তৈরি হয়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মন্ত্রিসভায় মতিউর রহমান নিজামী কৃষি ও শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। একই সঙ্গে শুরু হয় ভারত-বিরোধী ষড়যন্ত্রের আরো এক পর্ব।

চাঞ্চল্যকর ১০ ট্রাক অস্ত্রমামলা

বেগম খালেদা জিয়ার সরকারের আমলে উত্তর-পূর্ব ভারতকে গোটা দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্র দুনিয়া জুড়ে আলোড়ন তুলেছিল। ১ এপ্রিল, ২০০৪। চট্টগ্রাম বন্দরে ধরা পড়ে বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র। থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপিন্স থেকে চালানো হওয়া এই অস্ত্রসম্ভার অসমের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী আলফা ও ত্রিপুরার জঙ্গি গোষ্ঠী এন.এল.এফ.টি (ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা)-কে পাঠানো হচ্ছিল। মূল পরিকল্পনা আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়ার। তাতে সামিল খালেদা জিয়ার সরকারের কৃষি ও শিল্প মন্ত্রী নিজামী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার বিষয়টি চাপা দেয়। আওয়ামি লিগ সরকার ক্ষমতায় আসতে শুরু হয় মামলা। আদালতের রায়ে নিজামী, বাবর ও পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়েছে। নিজামীর সঙ্গী পরেশ বড়ুয়া আত্মগোপন করেছেন।

নিজামী ও জামাত ইসলামি

উপমহাদেশের কট্টর ইসলামি মৌলবাদী সংগঠন জামাত ইসলামি ১৯৪৭ সালের পর মূলত সক্রিয় ছিল পাকিস্তানে। জামাতের শাখা সংগঠন ইসলামি ছাত্র সংঘ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রভাব ফেলত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তাদের মদতেই তৈরি হয় ‘আলবদর’ নামে ভয়ানক বাহিনী। হিটলারের তৈরি গেস্টাপো-র অণুকরণে চলত আলবদর। জার্মানির ভিতর নাৎসী-বিরোধী মতাদর্শকে শেষ করতে গুম খুন ও অত্যাচার চালানোর ইতিহাস তৈরি করেছিল গেস্টাপো। সেই একই কায়দায় পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করত আলবদর। মুক্তি যোদ্ধাদের খুনে হাত পাকানো মতিউর রহমান নিজামী ছিলেন আলবদরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ৭১-এ তার সদম্ভ উক্তি—‘আলবদর এক বিস্ময়’। স্বাধীনতার পর ‘ইসলামি ছাত্র সংঘ’ নাম পরিবর্তন করে হয় ‘ইসলামি ছাত্র শিবির’। এটি বর্তমানে জামাত ইসলামির আগ্রাসী মুখ বলেই পরিচিত। আর জামাত ইসলামি বাংলাদেশের নায়েব আমীর বা সর্বোচ্চ পদের অধিকারী মতিউর রহমান নিজামী। শুধু তাই নয়, অবিভক্ত পাকিস্তানের জামাত ইসলামির সর্বোচ্চ পদেও ছিলেন নিজামী। পাকিস্তান ভাঙার আগে পর্যন্ত তিনিই যুক্ত সংগঠনের সর্বশেষ আমীর। এহেন নিজামী এই মুহূর্তে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বাধিক আলোচিত যুদ্ধাপরাধী। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার অভিযোগে তাকে বন্দি করে শেখ হাসিনা সরকার।

নিজামীর বিচার ও আর্ন্তজাতিক চাপ

বর্ষীয়াণ যুদ্ধাপরাধী নিজামীর মৃত্যুদণ্ড বহলা রাখতে তৎপর বাংলাদেশ সরকার। আইনি প্রক্রিয়া শেষ হলেই তার ফাঁসি কার্যকরী করা হবে। এমন যুদ্ধাপরাধীকে বাঁচাতে বাংলাদেশ সরকারের উপর প্রবল চাপ দিতে শুরু করেছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন। চাপ আসছে পাকিস্তানের তরফেও। নিজামীর ফাঁসি কার্যকর রুখতে প্রবল হিংসাত্মক আন্দোলনের পথে যাবে জামাত ইসলামি। বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার এমনই ইঙ্গিত। পূর্ব বাংলার অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতি পাক গুপ্তচর সংস্থার কাছেও বড় পাওনা—মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহে মদত দেওয়া নিজামীর চূড়ান্ত শাস্তির পর আলফা কী অবস্থান নেয় তাও লক্ষণীয়।

অন্ধকারে আলোর দিশা বেগম রোকেয়া

শিবানন্দ পাল

১৮৮০ সালের ৯ ডিসেম্বর, আজ থেকে ১৩৫ বছর আগে বেগম রোকেয়ার জন্ম হয় বাংলাদেশের রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে। জমিদার আবু আলি সাবের-এর ষোড়শী এই কন্যার বিবাহ হয়েছিল ভাগলপুর নিবাসী উর্দুভাষী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে। যাকে বলে বিহারী মুসলমান, বিবাহের সময় উচ্চশিক্ষিত, মুক্তমনা ও প্রগতিশীল সাখাওয়াতের বয়স ছিল আটত্রিশ বছর। তিনি তখন বিপত্নীক। কিন্তু রোকেয়ার বিবাহিত জীবন দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দুটি সন্তান হয়, তারাও বাঁচেনি। কিন্তু অতি স্বল্প সময়ে রোকেয়া পেয়েছিলেন সাখাওয়াতের কুসংস্কারমুক্ত উদাত্ত ও শিক্ষানুরাগী মনের ছোঁয়া, যা তাঁর পরবর্তী জীবনকে সমৃদ্ধ করেছিল।

সে কালের নব্য উদারপন্থী মুসলমানদের মতো সাখাওয়াত তাঁর স্ত্রী রোকেয়াকে কিছু সীমাবদ্ধ সুযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহে রোকেয়া উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় ভাল রপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, আবার অবাঙালি স্বামীকে রোকেয়া বাংলা ভাষা শেখাবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। দুর্ভাগ্য রোকেয়ার, সাখাওয়াত মারা যান ১৯০৯ সালে মাত্র ৫১ বছর বয়সে। স্বামীর মৃত্যুর পাঁচ মাস পর ১৯০৯ সালের ১ লা অক্টোবর ভাগলপুরে রোকেয়া মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ে কাজ শুরু করলে দুর্ভাগ্য তাঁকে আবার আঘাত করে। সাখাওয়াতের প্রথম পক্ষের মেয়ে ও জামাই সম্পত্তির কারণে তাঁর সাথে এমন বিবাদ তৈরি করে যে তাঁকে ভাগলপুর ত্যাগ করতে হল। ১৯১০-র ৩ ডিসেম্বর তিনি কলকাতায় এলেন। আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই তখন রংপুর ছেড়ে কলকাতায়। একদিন ছোটবেলায় দাদা ইব্রাহিম তাঁকে লেখাপড়ায় উৎসাহ দিয়ে বলেছিলেন, 'বোন, এই ইংরেজি ভাষাটা যদি শিখে নিতে পারিস তবে পৃথিবীর এক রত্ন ভাণ্ডারের দ্বার তোর কাছে খুলে যাবে।' সেই দাদাই উৎসাহ দিলেন। ১৯১১ সালের ১১ মার্চ ১৩নং ওয়ালীউল্লাহ লেনের একটি ভাড়াবাড়িতে রোকেয়া আট জন ছাত্রীকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করলেন 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয়'।

বাঙালি মুসলিম সমাজে নারীর অধিকার বুঝি প্রতিষ্ঠিত হল! রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং কেশবচন্দ্র সেনদের নেতৃত্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাঙালি সমাজে হিন্দু নারীর সামান্য আলোকপ্রাপ্তির যে সুযোগ ঘটেছিল, মুসলিম নারী সমাজে তা ছিল না। তাঁরা পড়েছিলেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে। কেবল মাত্র অভিজাত মুসলিম পরিবারের মেয়েদের জন্য ধর্মীয় নিদান অনুযায়ী সামান্য কিছু জ্ঞানার্জনের সুযোগ ছিল। এই বিধিনিষেধের নাগপাশে আবদ্ধ মুসলিম নারীসমাজকে সম্পূর্ণ একক ভাবে প্রথম আলোর দিশা দেখালেন রোকেয়া।

বাঙালি মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন!

সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ছাত্র দাদা ইব্রাহিম তাঁকে উৎসাহ দিয়েছেন, তাই বাড়ির কঠোর অনুশাসন উপেক্ষা করে গভীর রাতে সকলে যখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতেন, মোমের আলোয় রোকেয়া দাদার কাছে ইংরেজি শিখতেন। পরে বড়দিদি করিমুন্নেসার বাড়িতেও ইংরেজি ভাষা শিখবার সুযোগ পেয়েছেন। রোকেয়াকে কত অসুবিধার মধ্যেই না পড়তে হয়েছে। নিজের পরিবারে নিগৃহীতা হয়েছেন, আত্মীয়মহলে নিন্দিত হয়েছেন, অর্থ সঙ্কট ছিল চিরসঙ্গী, শত গঞ্জনা শারীরিক মানসিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নারীসমাজের একটি বড় অংশকে তিনি প্রকৃত শিক্ষার আলোয় নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। যার ফলে পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষিতা ও অগ্রণী অনেক নারীকেই আমরা পেয়েছি যাঁরা তাঁর তৈরি প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ছিলেন।

আজ খুব সরলভাবে বলা হয় তিনি মুসলিম নারী জাগরণের প্রতীক। বাঙালি মুসলমান তথা বাংলার নারী সমাজে বেগম রোকেয়া এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত। কিন্তু বেগম রোকেয়ার বয়স তখন মাত্র ৩১। সন্তানহারা জননী, তার ওপর বৈধব্য নেমে এসেছে। স্বামীর রেখে যাওয়া কিছু অর্থ আর উৎসাহ তাঁকে প্রেরণা দিল। তিনি নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার কোনও সুযোগ পাননি।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত যে উচ্চবিত্ত মুসলমান সমাজ মনে করতেন ইংরেজরা মুসলিম শাসকদের কাছ থেকে গায়ের জোরে দেশের শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে, তাদের মুখের ভাষা শেখা গুনাহ্, তাঁরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে সবে উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন এই ভুল সিদ্ধান্তের ফলে দেশের মুসলিম সমাজ পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ছে এবং বৈষয়িক বিষয়ে হিন্দুদের থেকে দুর্বল হয়ে পড়ছে। তাই তাঁরা ইংরেজি শিক্ষা আদব কায়দায় রপ্ত হতে চাইলেন। ধীরে ধীরে রোকেয়ার স্কুলে ছাত্রীসংখ্যা বাড়তে লাগল, স্কুল সরকারি অনুমোদন পেল। ১৯২৭-এ বিদ্যালয় পেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন। ছাত্রীসংখ্যা তখন হয়েছে ১৩৩। ১৯৩১-এ বিদ্যালয়ের তিন জন ছাত্রী ম্যাট্রিক পরীক্ষায় বসলেন।

সে যুগে যা ছিল খুবই কষ্টকল্পিত—বেগম রোকেয়া মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রবল সমর্থক ছিলেন। বাধা এসেছে পদে পদে। কিন্তু নারী পুরুষের সমানাধিকারের ভিত্তিতে মিলিত প্রচেষ্টা ব্যতীত কোনও সমাজের উন্নতি অসম্ভব—এই বিশ্বাস ছিল তাঁর দৃঢ়। তাই নিজের ধর্মের গণ্ডি থেকে স্কুলের বিস্তার ঘটিয়েছেন, নিজের ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও সমগ্র নারী সমাজের কথা ভেবে তিনি বিদ্যালয়ের দ্বারকে উন্মুক্ত করেছেন ব্রাহ্ম খ্রিস্টান হিন্দু পার্সী প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী ছাত্রীদের জন্য।

তিনি শুধু নারী-পুরুষের সমানাধিকার নয়, নারী মুক্তির পূর্ণ বিকাশ চেয়েছেন নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের পথে। যা আমরা দেখতে পাই মহামতি এঙ্গেলসের 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' -র বক্তব্যে। ওই সময়ে রোকেয়া মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য যদি স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জন করলে স্বাধীনতা লাভ হয় তবে তাই করবো—উপার্জন করবো না কেন? আমাদের কি হাত নাই, না পা নাই, না বুদ্ধি নাই? যে পরিশ্রম দ্বারা স্বামীর গৃহকার্যে ব্যয় করি, সেই পরিশ্রম দ্বারা কি স্বাধীন ব্যবসা করিতে পারিব না?'

নারী মুক্তির সন্ধানে চাই নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা। মুসলিম সমাজে পণপ্রথা, তালাকপ্রথা, অবরোধ প্রথাসহ প্রতিটি কুপ্রথার বিরুদ্ধে নির্ভিক রোকেয়া নারীর ব্যক্তিসত্তার বিকাশে মুসলিম নারীদের একত্র করে তাদের সচেতন করে তুলতে ১৯১৬ সালে প্রতিষ্ঠা করেছেন 'আঞ্জুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম'। স্বদেশী ও খিলাফতিদের আন্দোলনে সহযোগিতা করেছেন তাঁর সংগঠনের মেয়েদের দিয়ে চরকায় সুতা প্রস্তুত করে। বিদেশী দ্রব্য বর্জনে মেয়েদের দিয়েছেন উৎসাহ। নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন। নিখিল ভারত মহিলা সমিতির সদস্যা বেগম রোকেয়া দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় অংশ গ্রহণ করেছেন। আন্দোলনকারীদের সহযোগিতা করবার জন্য অর্থ সংগ্রহে উদ্যোগ নিয়েছেন।

আশ্চর্য! রবীন্দ্রনাথের মতো 'ওরা কাজ করে' কবিতার ন্যায় ধনী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করে তিনিও কৃষকদের দুঃখ অবলোকন করেছেন খুব কাছ থেকে। আবার সেই দুঃখের প্রতিকারের কথাও ভেবেছেন তাঁদের স্বার্থে নিজের মতো করে। বলেছেন, দেশের কৃষকদের দারিদ্র্যের মূল কারণ দেশীয় কুটিরশিল্পের প্রতি অবহেলা, পরিশ্রমবিমুখতা ও অনুকরণপ্রিয়তা।

তৎকালীন অভিজাত বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষা-বিদ্বেষী মনোভাব তাঁকে ব্যথিত করেছিল। তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে মন্তব্য করেছেন, এঁরা মাতৃভাষাহীন! সমাজ সম্পর্কে তাঁর যাবতীয় ভাবনা-চিন্তা মূর্ত হয়েছে তাঁর আপন সাহিত্যকর্মে। যার স্ফূরণ ঘটেছিল তাঁর বৈবাহিক জীবনে। স্বামীর উৎসাহে 'মিসেস আর এস হোসেন' নামে প্রথম লিখেছিলেন রচনা 'পিপাসা'। ১৯০২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রকাশিত পুস্তকের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি হলেও তিনি লিখেছেন বিস্তর। অনুবাদ সাহিত্য, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, উপন্যাস, কবিতা—সব ক্ষেত্রেই তাঁর বিচরণ ছিল অবাধ। চারটি পুস্তক লিখেছেন বাংলা ভাষায়, একটি ইংরাজিতে। উপন্যাস ঢঙে ২ খণ্ডে লিখেছেন 'মতিচুর'। মতিচুরের একটি রচনার নাম 'সুগৃহিনী'। ১৯০২ সালে 'নবনূর' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। নারী-মনের যন্ত্রণা বিবৃত হয়েছে এখানে। 'পদ্মরাগে' লিপিবদ্ধ করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের নারীর উপর অত্যাচারের বিবরণ। 'অবরোধবাসিনী'তে ৪৭টি অবরুদ্ধ নারীর মর্মস্পর্শী কাহিনী তুলে ধরেছেন। ইংরাজিতে তাঁর লেখা 'সুলতানাস ড্রিম' এক অসাধারণ কল্পকাহিনী। তাঁর এই সাহিত্যকৃতীর জন্য নিখিল ভারত সাহিত্য সংঘ তাঁকে 'বিদ্যাবিনোদিনী' এবং 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করতে চেয়েছিল। তিনি তা স-বিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

রোকেয়া চেয়েছিলেন সমাজে মায়েদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হোক! কারণ সাক্ষর মায়ের সন্তান কখনও নিরক্ষর হয় না। তাঁর কথা—'যে দেশে ১৩ বছরে মা, ২৬ বছর বয়সে নাতনির মা ও ৪১ বছর বয়সে প্রমাতামহী হতে হয় সে দেশের মেয়েদের বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন আছে।'

দুঃখের হলেও এদেশে মেয়েদের এই সমস্যা বর্তমান। শুধু কাজ কাজ আর কাজ, তার সঙ্গে আছে প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে আপোষহীন লড়াই। লড়াই সংকীর্ণতাপন্থীদের সঙ্গে আবার বৃহত্তর সমাজের স্বার্থে। কঠোর পরিশ্রম আর উদ্বেগ মাত্র ৫২ বছর বয়সে আত্মপরিচয়বিমুখ এই মহিয়সীর জীবন কেড়ে নেয় ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর। তাঁর জন্মদিন মৃত্যুদিন এক হয়ে গেল। মৃত্যুর আগের দিনও লিখেছেন—'নারীর অধিকার' নামে একটি প্রবন্ধ। রোকেয়া চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর কবরে শুয়ে তিনি শুনতে চান বিদ্যালয়ের মেয়েদের কলকাকলি।

তা হয়নি। কলকতায় তাঁকে কবরস্থ করার জন্য সাড়ে তিন হাত ভূমি-ই পাওয়া যায়নি। সুখচরে আবদুর রহমানের পারিবারিক গোরস্থানে তাঁর কবর রচিত হয়। জীবদ্দশায় নিন্দা এবং স্তুতি গ্রহণ করেছেন সমভাবে, মরণেও তা সঙ্গে রইল। বহুবছর বাদে তাঁর কবরের পাশে গড়ে উঠেছে 'পানিহাটি বালিকা বিদ্যালয়'। হয়তো এখন রোকেয়া কবরে শুয়ে স্বস্তি পান তাঁর কাঙ্ক্ষিত মেয়েদের কলকাকলি শুনে! ১৯৮০ সালে প্রায় মৃদুমন্দগতিতে চলে গেছে তাঁর জন্মশতবর্ষ। ৯ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম এবং মৃত্যু দিনটি তাঁর কথাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়—'শিক্ষার অর্থ হল প্রকৃত সুশিক্ষা। গোটা কতক বই পড়তে পারলে বা দু ছত্র কবিতা লিখতে পারাটাই শিক্ষা নয়।'

সভ্যতার সঙ্গে অসভ্যতার লড়াই তাই আজো জারি রয়েছে। সভ্যতা এভাবেই টিঁকে থাকে, মানুষেরা জয়ধ্বনি করে। পথ দেখাতে জননী রোকেয়া দাঁড়িয়ে থাকেন আলোর দিশা হয়ে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ
১। গণশক্তি ৯ ডিসেম্বর, ২০১৫।
২। বাংলার মুক্তি সন্ধানী- সব্যসাচী ও রাখী চট্টোপাধ্যায়, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা- ৯।

আউশগ্রামের জঙ্গলে স্যুটিং করলেন অমিতাভ বচ্চন

পার্থ চৌধুরী

তবু ভরিল না চিত্ত। কঠোর নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সুজয় ঘোষের 'তিন' সিনেমার স্যুটিং করে গেলেন অমিতাভ। সাড়া জাগানো এ-ইভেন্টে এক ঝলকের দর্শন পেতে উচ্ছ্বাসে ছিল বর্ধমান। সে সাধ মিটলো না তেমনভাবে। ১৭ ডিসেম্বর আবার আউশগ্রামের কালিকাপুরের কাছে জঙ্গলে স্যুটিং করতে যাবেন 'বিগ-বি'। নজর থাকবে সে দিকেই।

ভারতীয় সিনেমার মহাতারকা, মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চন সুজন ঘোষের তিন ছবি স্যুটিং করে গেলেন আউশগ্রামের জঙ্গলে। ১৭ ডিসেম্বর আবার তার আসার কথা। গত ক'দিন কঠোর নিরাপত্তা আর প্রস্তুতিপর্ব কেড়েছিল মিডিয়ার নজর। অবশেষে এল সেই মুহূর্ত। পুরোনো মডেলের স্কুটারে চেপে জঙ্গলে অমিতাভ। টেলিফোন পোস্টের অদূরে একজনকে জিজ্ঞাসা—'রাজবাড়িটা কোন দিকে? ব্যস এটুকুই। এর মধ্যে শান্তিনিকেতন সফর। অন্যদিকে মাছি না গলা নিরাপত্তায় এলাকার মানুষই দেখা পেলেন না তাঁর।

তবু ইউনিট আর সিকিউরিটির বাইরে দু-একজন ভাগ্যবান রয়েছেন। তারাই এখন স্টার। অমিতাভের আসা যাওয়ার পথেও প্রতীক্ষায় ছিলেন অসংখ্য মানুষ। অদর্শন তাদের জন্যও। তবুও বোলপুরে যাবার পথে শক্তিগড়ে প্রস্তাবিত ল্যাংচা হাটের সামনে দাঁড়িয়েছিল তাঁর গাড়ি। ঝুঁকি না নিতেই তার নামা হল না। নবাবহাট বাইপাশের কাছে একটি হোটেলেও ছিলেন কিছুক্ষণ। সঙ্গেও গেলেন কয়েকজন। ব্যস এটুকুই। আবার প্রতীক্ষা। প্রতীক্ষা'র বাসিন্দা মহাতারকার যদি একঝলক দর্শন মেলে।

১০ ডিসেম্বর গভীর রাতে আউশগ্রামের আদুরিয়ার জঙ্গলে দ্বিতীয়দিনের শুটিং সেরে গেলেন বিগ-বি। কঠোর নিরাপত্তার চাদরে শীতকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কয়েক ঘন্টা শট দিলেন সুজয় ঘোষের তিন ছবির জন্য।

তিনি অমিতাভ। ভারতীয় সিনেমার ধ্রুবতারা। তাঁর অভিনয়ের ক্যারিশ্মায় বারবার উদ্বেল হয়েছে আসমুদ্র হিমাচল। ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় পর্বে নতুন ভাবে নিজেকে ভাঙছেন, গড়ছেন মেগাস্টার। সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন চরিত্রাভিনেতা হিসেবেও।

এর আগে পিকু ছবির শুটিং করেছেন কলকাতায়। কিন্তু এবার একেবারে গ্রামীণ এলাকায় জঙ্গলের মাঝখানে দীর্ঘদিন ধরে। ৯ ডিসেম্বর ছিল একটি মাত্র শট। আবার ফিরে

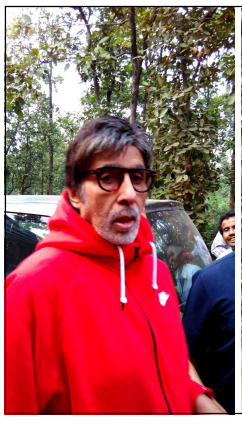

আসা বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। আগের দিন শক্তিগড়, নবাবহাট, বোলপুরে কাটিয়ে ছিলেন কিছুটা করে সময়। শেষ দিন প্রখর নিষ্ঠায় টানা ছ'ঘন্টা একটার পর একটা টেক। ইউনিটের লোকলস্কর আর নিশ্ছিদ্র সিকিউরিটি সাক্ষী রইল। কিন্তু দূরে কালিকাপুরে রাজবাড়ি। আউশগ্রামের আদুরিয়ায় জঙ্গলের জীবনে উঠল তরঙ্গ। সময়কে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিয়াত্তর বছরের অমিতাভ আবার প্রমাণ দিলেন কেন তিনি লিভিং লিজেণ্ড। তিনিই অবলীলায় বলতে পারেন 'বুড্ডা হোগা তেরা বাপ।'

আলু-পেঁয়াজ-বোরো চাষের মুখে কৃষি ঋণ বন্ধ

ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ঘেরাও, শেষে ঋণ প্রদানের আশ্বাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ ডিসেম্বর : এক সাথে এক সময়ে আলু পেঁয়াজ বোরো ধানের চাষ হয়। মাঠে মাঠে চলছে মহা কর্মযজ্ঞ। কৃষকদের এ সময় প্রচুর পয়সার প্রয়োজন। কিন্তু ব্যাঙ্ক ঋণ দেবে না, তাদের দীর্ঘ শর্তের তালিকা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত। এই অবস্থায় কৃষি সমবায়গুলিতে কৃষকদের ক্ষোভ উগরে পড়ছে। ক্ষোভকে প্রশমিত করতে কৃষি সময়বায়ের কর্মীরা দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত ঘেরাও করে রাখলেন ঋণদাতা ব্যাঙ্কের ম্যানেজারকে। শেষে ঋণ প্রদানের আশ্বাস পাওয়ায় অবরোধ উঠে যায়। ঘটনাটি ঘটে ১০ অক্টোবর সমুদ্রগড় রেলবাজারস্থিত বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কে।

বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুমনবরণ বসু বর্ধমান জেলার কৃষি সমবায়গুলির উদ্দেশ্যে ৩৯টি শর্ত সম্বলিত নির্দেশিকা জারি করেছেন। যরা মেমো নং - এল-৫১৫/১(৩০)/ এল.জি তা-৩১-৮-২০১৫। সেই নির্দেশিকায় বলা হয় চলতি বছরের নভেম্বর মাসের মধ্যে শর্তগুলি মেনে নিয়ে কৃষি সমবায়গুলিকে মুচলেকা দিতে হবে ১০ টাকা স্ট্যাম্প পেপারে। এই নির্দেশিকা হাতে পেয়ে পূর্বস্থলী-১ ব্লক এবং পূর্বস্থলী-২ ব্লকের চল্লিশটি কৃষি সমবায় লিখিত প্রতিবাদ জানায়। সমবায়গুলির দাবি, যে শর্তগুলি দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ সমবায় আইন বিরুদ্ধ। তাই শর্তগুলি মেনে নিয়ে মুচলেকা দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। প্রতিবাদপত্র মুখ্য নির্বাহী আধিকারিককে পাঠানো হয় গত ২২-৯-২০১৫ তারিখে।

পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বিভিন্ন কৃষি সমবায়গুলির ম্যানেজারদের অভিযোগ ১ ডিসেম্বর থেকে কৃষিঋণ প্রদান বন্ধ করে দেয় বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সমুদ্রগড় শাখা। বিপাকে পড়ে যায় কৃষি সমবায়গুলি। চাষের মুখে কৃষকদের ঋণ দিতে না পেরে কৃষক বিক্ষোভে মধ্যে পড়ে যান তাঁরা।

পূর্লস্থলী-১নং ব্লকের সমস্ত কৃষি সমবায় সমিতির কর্মীরা এদিন বর্ধমান কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সমুদ্রগড় শাখায় জমায়েত হন। শাখা ম্যানেজারের নিকট দাবি করা হয় কৃষি ঋণ চালু করতে হবে, নতুবা লিখে দিতে হবে ঋণ দেওয়া হবে না। শাখা ম্যানেজার কোনটাই দিতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন। শুরু হয় ঘেরাও। এই ঘেরাও চলে অধিক রাত পর্যন্ত। শেষে সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের আধিকারিকের নিকট ঋণ প্রদানের আশ্বাস মিললে অবরোধ উঠে যায়। এই ঘেরাও-এর নেতৃত্ব দেন সালাম শেখ, উৎপল মণ্ডল, দেবাশিষ ঘোষ প্রমুখ আরও অনেকে।

অন্যদিকে বর্ধমান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুমন বরণ বসু জানান, কৃষি ঋণ কোথাও বন্ধ করার কথা ঘোষণা করা হয়নি। সমুদ্রগড় ব্রাঞ্চে একটা ঘটনা ঘটেছে বটে, তবে তা মিটে গেছে। কেউ যদি ঋণ বন্ধ করার কথা বলেন তাহলে তিনি মিথ্যা কথা বলছেন।

ঝুঁকিপূর্ণ সুটরা ঘাট পারাপারের অবসান চান

কালনা মহকুমার দুই ব্লকের মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১০ ডিসেম্বর : বর্ষাকালে নৌকা আর শুখা মরশুমে বাঁশের মাচা। এটাই সুটরা ঘাটে খড়ি নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা। পারাপার খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ডিজিটাল যুগে

এই প্রক্রিয়ার অবসান চান কালনার পূর্বস্থলী ও মন্তেশ্বর ব্লকের মানুষ।

মধ্যযুগে মন্তেশ্বরের সুটরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ জনপদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। আদি শূর বংশীয় ভূ-শূর সুটরাতে রাজধানী স্থাপন করেছিলেন। পরপর তিনজন শূর বংশীয় রাজা এখানে রাজত্ব করেছিলেন। সেই সুটরা আজও গুরুত্বপূর্ণ জনপদের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। এখানে উচ্চ বিদ্যালয় আছে। বর্ধমান-সুটরা, কালনা-সুটরা সহ বিভিন্ন রুটের বাস এসে থামে সুটরা ঘাটে। খড়ি নদী পেরিয়ে পূর্বস্থলীর গাগড়া গ্রাম। এই গাগড়া পর্যন্ত বাস আসে নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, কালনা প্রভৃতি বিভিন্ন শহর থেকে।

বিভিন্ন রুটের বাস চলাচলের কারণে সুটরা ও গাগড়া গ্রামে প্রচুর মানুষের সমাগম ঘটে। এই মানুষগুলির খড়ি নদী পারাপারের একমাত্র ভরসা বাঁশের মাচা ও নৌকা। এই ঘাটের গুরুত্ব বুঝে বামফ্রন্টের আমলে সুটরা ঘাটে খড়ি নদীর উপর পাকা সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সাতে পর্যন্ত হয়ে যায়। তারপর ক্ষমতায় আসে পরিবর্তনর সরকার। এই সরকারের সাড়ে চার বছরে সুটরা ঘাটের সেতু নির্মাণ এক কদমত্ত অগ্রসর হয়নি। এলাকার মানুষ চান বামফ্রন্ট যেখান থেকে শেষ করেছিলো, সেখান থেকেই আবার সেতু নির্মাণের উদ্যোগ শুরু হোক। তা না হলে আন্দোলনের পরিকল্পনা নেওয়া ছাড়া মানুষের কোনো গতি থাকবে না।

পালিত হলো বিশ্ব মানবাধিকার দিবস

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১০ ডিসেম্বর : অল ইণ্ডিয়া হিউম্যান রাইট্স এ্যাসোসিয়েশনের জেলা শাখার উদ্যোগে বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালন করা হয়। বর্ধমানের গুডশেড রোডের জাগরী সভাকক্ষে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা বিচারক তুষারকান্তি পালধি। এছাড়াও সংগঠনের জেলা সম্পাদক লুতুব আলি, প্রাক্তন বিচারক কাজি মহম্মদ রফিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কনভেনশনের পরে একটি পদযাত্রা হয়।

নাম/পদবী পরিবর্তন

● আমি অমিকা বিবি, স্বামী প্রয়াত সেখ সেলিম, হায়াত কলোনী, আফতার এভিনিউ, বাবুরবাগ, পোঃ - রাজবাটি, বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ২২ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার প্রকৃত নাম AMIKA BIBI, স্বামী LATE SK. SELIM । রেশনকার্ডে আমার নাম ভুলবশত AMBIKA BIBI নথিভুক্ত হয়েছে। AMIKA BIBI এবং AMBIKA BIBI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি মহসিন মণ্ডল সেখ, পিতা - ওবেদ সেখ, বাথানগড়িয়া, পোঃ - খেজুরদহ, থানা - ধনিয়াখালি, জেলা - হুগলি। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৯ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম সেখ মণিরুল মণ্ডল, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত সেখ মণিরুল নথিভুক্ত হয়েছে। সেখ মণিরুল মণ্ডল এবং সেখ মণিরুল এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি কিশাণ চন্দ্র দাস, পিতা - ভূতনাথ দাস, ১১ নং কলোনী, অণ্ডাল, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ১০ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম AYAN DAS, যা তার জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত HIRON DAS নথিভুক্ত হয়েছে। AYAN DAS এবং HIRON DAS এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

● আমি সমরেশ মল্লিক, পিতা - জয়দেব মল্লিক, ৫ নং ইছলাবাদ, পোঃ - শ্রীপল্লী, জেলা - বর্ধমান। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট বর্ধমানের নিকট ৮ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে এক এফিডেবিট বলে ঘোষণা করছি যে, আমার পুত্রের প্রকৃত নাম SHREYASH MALLICK, যা তার স্কুল রেজিস্ট্রি বুকে সঠিকভাবে নথিভুক্ত আছে। কিন্তু জন্মশংসাপত্রে ভুলবশত SHERAYAS MALLICK নথিভুক্ত হয়েছে। SHREYASH MALLICK এবং SHERAYAS MALLICK এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

কালনায় ছিনতাই অপরাধী অধরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১২ ডিসেম্বর : বাম নেতা কর্মী, সাধারণ মানুষ তো বটেই বর্তমানে দুষ্কৃতীদের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না তৃণমূলিরাও। তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন প্রধান প্রকাশ্য দিনের বেলায় ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফিরছিলেন, পথে তাঁর টাকা ছিনতাই হয়ে যায়। আর সেই টাকা উদ্ধারের দাবিতে আজ থানায় স্মারকলিপি দিলেন তাঁর সঙ্গীরা। ঘটনাটি কালনা থানার ধাত্রীগ্রাম এলাকার।

কালনা-১নং পঞ্চায়েত সমিতির অন্তর্গত নান্দাই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তথা তৃণমূল নেতা ইদের আলি মোল্লা। ৯ ডিসেম্বর কালনা শহরের একটি ব্যাঙ্ক থেকে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকা তুলে একটি ব্যাগে ভরে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই টাকার ব্যাগে কয়েক হাজার আলুর বস্তাও ছিল। এই বস্তাগুলোর দামও প্রায় আট লক্ষ টাকা। মালতীপুর মোড়ে ব্যাগটি ছিনতাই হয়। তিনি কালনা থানায় অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু ঘটনার তিন দিনেও পুলিশ কিছুই করতে পারেনি।

নির্মাণ কর্মীদের সভা ও শ্রম অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১১ ডিসেম্বর : নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের ঘোষিত সুযোগ - সুবিধাগুলি কার্যকর করা এবং নাম নথিভুক্ত করার সমস্যা দূর করা সহ বিভিন্ন দাবিতে শ্রম - অধিকর্তাকে ডেপুটেশন দিল বর্ধমান জেলা নির্মাণ কর্মী ইউনিয়ন। কর্মসূচির আগে বিজয় তোরণে একটি বিক্ষোভ সমাবেশ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের

নেতা মেহবুব আলম, সি.আই.টি.ইউ নেতা তরুণ রায়, শৌভিক চট্টরাজ। সভাপতিত্ব করেন মহানন্দ ঘোষ।

ইঁটভাটা শ্রমিকদের মিছিল ও ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৮ ডিসেম্বর : সি আই টি ইউ অনুমোদিত ইঁটভাটা শ্রমিকরা স্টেশন থেকে মিছিল সহকারে এসে ডেপুটেশন দিলেন জেলা শাসকের কাছে। তাদের উল্লেখযোগ্য দাবি হল ইঁটভাটা চালু রেখে সরকারি নির্দেশিকার জটিলতার সমাধান, শ্রম আইন মোতাবেক আগাম নোটিশ না দিয়ে কোনো ইঁটভাটা বন্ধ না করা, ন্যূনতম ১৫ হাজার টাকা বেতন, পি.এফ, ই.এস.আই পেনশন সহ সামাজিক সুরক্ষা। এদিন ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক নির্মল জানা, সি আই টি ইউ নেতা সুকান্ত কোঙার, অভিজিৎ কোঙার, নজরুল ইসলাম, সুবল পাকড়ে প্রমুখ। এর আগে ২ ডিসেম্বর এ ডি এম (এল.আর) কে প্রতিনিধিত্বমূলক ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

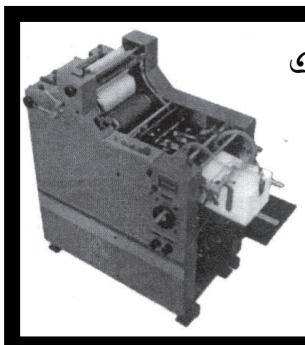

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

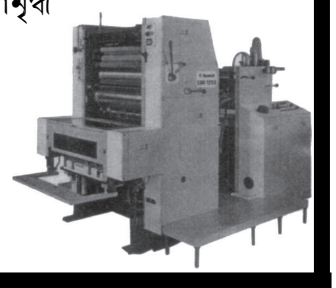

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা